দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ কলাম ... ২ ...

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস

বাড়ছে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষক-কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে শিগগিরই এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের ২৭ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, বেসরকারি শিক্ষকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার এই সিদ্ধান্ত আজ থেকেই কার্যকর হবে। সভায় এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত হয়।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারী শিক্ষকরা গত বছর জানুয়ারি থেকে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পেলেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারী পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষা

২৪ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকদের জন্য এ ছুটি নির্ধারিত ছিল না।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধির পর থেকে বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলো শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে আন্দোলন করে আসছিল। এছাড়া চাকরি জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর মহাসমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষক নেতাদের সাথে গতকাল রবিবার বৈঠক করেন। বৈঠকে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব এস এম গোলাম ফারুকসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে থেকে ঘোষিত সংশোধিত জনবল কাঠামোতে 'প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা জীবনে একটিমাত্র ৩য় বিভাগ/ শ্রেণী প্রাপ্তিরও গ্রহণযোগ্য হবে' মর্মে শীঘ্রই পরিবর্তন আনার বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী চাকরি বিধিমালা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। তাছাড়া, প্যাটার্নভুক্ত জনবল কাঠামোর শূন্যপদে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিও প্রদান করা হবে।

শিক্ষক নেতারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, উৎসব ভাতা বৃদ্ধি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদানসহ অন্যান্য দাবি তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে তাদের আহূত ৩০ সেপ্টেম্বরের মহাসমাবেশ স্থগিত করার আহবান জানান।

সভায় জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ আবদুর রশীদ, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম আলো, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব এস এম এ আলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।